খড়্গপুরের প্রকল্পকে বিশ্ব উৎপাদনশীল শিল্পতালুক করবে টাটা-হিতাচি

পরে লগ্নি ২০০ কোটি, ভেন্ডার পার্কে আরও ২৫০ কোটি

নিজস্ব সংবাদদাতা: সংস্থা হিসেবে টাটা মোটরস সিঙ্গুর থেকে মুখ ঘোরালেও টাটারা যে লগ্নিস্থল হিসেবে রাজ্যকে 'কালো তালিকাভুক্ত' করেনি, বরং রাজ্যের ব্যাপারে 'সহৃদয়', তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হতে চলেছে খড়্গপুরের টাটা-হিতাচির হেভি আর্থ মুভিং মেশিনারি তৈরির বিশালাকার প্রকল্প।

খড়্গপুরের এই কারখানাকেই আগামী দিনে 'গ্লোবাল ম্যানিউফ্যাকচারিং হাব' হিসেবে ব্যবহার করবে টাটা-হিতাচি। এই কারখানার উৎপাদিত পণ্য দেশীয় বাজারের চাহিদা জোগান দেওয়ার পাশাপাশি মধ্য প্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হবে। এই কারখানা ঘিরে টাটা-হিতাচি (টাটা ও জাপানের হিতাচি কনস্ট্রাকশন মেশিনারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগ। যেখানে টাটাদের অংশীদারিত্ব ৪০ শতাংশ, বাকিটা হিতাচির) সেখানে গড়ে তুলবে পৃথক উপনগরী। অনেকটা পুনে শিল্প-নগরীর মতো হয়ে উঠবে খড়্গপুর নগরী।

বস্তুত, রপ্তানির প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। খড়্গপুর প্লান্ট থেকে পুরোদস্তুর রপ্তানি হতে শুরু করলে আরও ২০০ কোটি টাকা প্রকল্পে লগ্নি করবে সংস্থা। বিভিন্ন ভারী শিল্প তৈরির কারখানায় যেমন হয়, এই কারখানা ঘিরেও খুব শীঘ্রই গড়ে উঠছে একটি ভেন্ডার পার্ক। সংস্থার অধীনে কারখানা সংলগ্ন ৯০ একর জমির উপর প্রস্তাবিত এই পার্কে মূল কারখানার ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ তৈরি করতে এর মধ্যেই পাঁচটি সংস্থা সাড়া দিয়েছে। এর মধ্যে চারটি সংস্থা জাপানের। এই প্রকল্পটি ঘিরে লগ্নি হচ্ছে আরও ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ চুম্বকে ধরলে টাটাদের সৌজন্যেই খড়্গপুর তথা এ রাজ্যে লগ্নি হতে চলেছে আরও ৪৫০ কোটি টাকা। বর্তমানে ১০ লক্ষ বর্গ মিটার জমির উপর ভারী যন্ত্র তৈরির যে কারখানা টাটা-হিতাচি তৈরি করেছে, ইতিমধ্যেই সেখানে বিনিয়োগ হয়েছে ৫৫০ কোটি টাকা।

খড়্গপুরের কারখানায় সম্পূর্ণ তৈরি অত্যাধুনিক একটি 'এক্সক্যাভেটর' (মডেল: জেডএএক্সআইএস ২২০ এলসি) বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বাজারে নিয়ে এল টাটা-হিতাচি। সল্টলেকের এক পাঁচতারা হোটেলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এসেছিলেন হিতাচির গ্লোবাল-হেড সুজিমোতো, কলকাতার জাপানি কনসাল কাওগুচি। ছিলেন এমডি রানা সিনহা-সহ সংস্থার অন্যান্য অধিকর্তা। রানা সিনহা জানান, ভারতে তাঁদের তিনটি কারখানা রয়েছে যথাক্রমে জামশেদপুর, কর্ণাটকের লালবাগ এবং খড়্গপুরে। রাজ্যবাসীর কাছে উল্লেখযোগ্য খবর, সারা পৃথিবীতে টাটা-হিতাচির যত কারখানা রয়েছে, আকার ও উৎপাদন ক্ষমতায় খড়্গপুরের প্লান্ট সবচেয়ে বড়। সুজিমোতো বলেন, ''ভারত সরকার পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১ লক্ষ কোটি টাকা লগ্নির বিরাট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। আমরা সেই পরিকল্পনার শরিক হতে আগ্রহী।'' বৃহস্পতিবার খড়্গপুরের কারখানা সরেজমিনে দেখে আসার পর ভাঙা ইংরেজিতে তিনি জানান, এই কারখানার উৎপাদিত পণ্যের উপর নির্ভর করেই তাঁরা বিশ্বজোড়া বিপণন ও বিক্রি, সেই সঙ্গে খড়্গপুরের প্রকল্পটিকেই গ্লোবাল ম্যানিউফ্যাকচারিং হাব, অর্থাৎ বিশ্ব উৎপাদনশীল তালুক হিসেবে ব্যবহার করবেন। সুজিমোতো জানান, ভারতের বিপণনে তাঁরা আরও নজর দিতে চান। রানাবাবু জানান, খড়্গপুরের প্লান্টে হাইড্রলিক এক্সক্যাভেটর, ব্যাকহো লোডারস, হুইল লোডারস, সয়েল কমপ্যাক্টরস, মোটর গ্রেডারস, ট্রানজিট মিক্সার এবং বিভিন্ন ক্ষমতার ডাম্পার মিলে ১৪ রকমের ভারী যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। তবে নানা সমস্যায় কারখানার মোট যা উৎপাদন ক্ষমতা, তার মধ্যে শুরু থেকে এখনও তার সদ্ব্যবহার হচ্ছে মাত্র ৩৫ শতাংশ। এর জন্য কি কোনওভাবে সরকারি নীতি বা প্রশাসনিক 'অ-সহযোগিতা' দায়ী? রানাবাবু এই প্রশ্নের সরাসরি কোনও উত্তরে না গিয়ে বলেন, ''উৎপাদন ক্ষমতার বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।'' রানাবাবুর কথায়, ''গত কয়েক বছর ধরে শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের একটা বড় অংশে খনি ও পরিকাঠামো শিল্পে মন্দা চলছে। যে কারণে গত বছর আমাদের ব্যবসার লোকসান হয়েছে। এর মধ্যে আগামী বছর দেশে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। ফলে এই সময় স্বভাবতই সরকারি স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি শ্লথ হয়ে যাবে।'' তবু রানাবাবু আশাবাদী, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হলেই আমাদের উৎপাদনে পূর্ণ গতি আসবে।''